দেশত্যাগ

দেশভিখারি

মধুময় পাল

পুনশ্চ

বই নিয়ে দু-কথা

লেখাগুলো কমবেশি দশ বছর ধরে লেখা। কয়েকটি ব্যক্তিগত যাপনের আবেগে, কোনোটি মাননীয় অগ্রজের আগ্রহে, দু-টি প্রিয় অনুজদের অনুরোধে। চারটি প্রকাশিত, একটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পঠিত, চারটি নতুন। অগ্রজ ও অনুজদের আগ্রহে যে তিনটি লেখা হয়েছে, তাদের একটি জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাস এবং অন্যটি নারায়ণ সান্যালের 'বকুলতলা পি এল ক্যাম্প' নিয়ে আলোচনার সূত্রে। তৃতীয়টি শঙ্খ ঘোষের দু-টি কবিতা অবলম্বনে।

যাঁরা লিখিয়ে নিয়েছেন এবং যাঁরা লিখতে সহায়তা করেছেন, তাঁরা হলেন বারিদবরণ ঘোষ, মিহির চক্রবর্তী, রাজা সরকার, শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, কেশব মুখোপাধ্যায়, এন জুলফিকার, অনিন্দ্য ভট্টাচার্য, অমিতকুমার বিশ্বাস, মৃন্ময় চক্রবর্তী। বাংলাদেশ থেকে হুকুমমাফিক বই এনে দিয়েছেন পার্থশঙ্কর বসু। এঁদের কাছে ঋণী। ঋণী ঢাকার কালি ও কলম-সম্পাদক আবুল হাসনাতের কাছে, যাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছি প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে, যিনি আজ স্মৃতিনির্জনে।

শতাধিক বই থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সংক্ষিপ্ত পাঠপঞ্জিতে কিছু নাম উল্লেখিত হল। চারটি গুরুত্বপূর্ণ মানচিত্র সংকলিত হয়েছে গবেষক সুরঞ্জন দাসের 'Communal Riots in Bengal 1905-1947' এবং Dr. Shila Sen-এর 'Muslim Politics in Bengal 1937-1947' থেকে। এঁদের কাছে চিরঋণী রইলাম।

পুরোনো আলোকচিত্র নতুনভাবে ছাপার উপযোগী করে দিয়েছেন অনুজ-বন্ধু অভিজিৎ ভৌমিক ও প্রিয় অনুজ শিল্পী বিশ্বনাথ দে।

পরিশিষ্ট অংশ একটু বড়ো হল। যে সময় ও সমস্যা নিয়ে আমরা কথা বলতে চেয়েছি, তার গভীরতা ও নানা মাত্রা বোঝবার জন্য মূল লেখার বাইরে অতিরিক্ত তথ্য-ভাষ্য আবশ্যক বলে মনে হয়। একটি কথা বলা দরকার, একই প্রসঙ্গ বারবার এসেছে আলোচনায়। ফলে কয়েকটি ক্ষেত্রে পুনরুক্তি ঘটেছে। পাঠকের কাছে আগাম মার্জনা চেয়ে রাখলাম।

লেখাগুলোর মধ্যে উদ্ধৃত অংশ ও পরিশিষ্টের তথ্য সংকলনের পুরোনো বানান আধুনিক বিধি অনুসারে পরিবর্তিত হয়েছে।

দীর্ঘ সময় ধরে চলা আধিব্যাধি ও নিষেধাজ্ঞার কারণে প্রকাশে দেরি হল। তবু যে হতে পারল তার মূলে পুনশ্চ-র পরিচালক সন্দীপ নায়কের আগ্রহ।

ভুল-ত্রুটি যা আছে তার দায় এককভাবে আমার।

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২

মধুময় পাল

সূচি

প্রবেশের উপক্রমে

Direct Action : ১১

বাংলা ভাগের চাপাতি

নোয়াখালির গণনিধন : ২৯

গান হল, ভাষণ ও প্রশাসন কই

নেতাদের দেশভাগ দেশ হারাল মানুষ ৪৩

ভাঙা দেশ ভাঙা মানুষ ৫৯

কোন দোষ করে কন্যা, মারো কোন ছলে ৭৭

দেশভিখারিদের কথা ৮৯

বর্ডারই আমার দেশ ১০৯

শঙ্খ ঘোষের দু-টি কবিতা : ১২৩

উচ্ছেদের উৎকীর্ণ ইতিহাস ১৩১

পরিশিষ্ট

বঙ্গভঙ্গ হইতে দিব না ১৫৫

লিগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম প্রসঙ্গে জ্যোতি বসুর বিবৃতি ১৫৮

আজ ১৬ আগস্ট ১৬০

ভ্রাতৃহত্যা বন্ধ করো! ১৬২

ভাইয়ে ভাইয়ে দাঙ্গার সর্বনাশ রোধ করো ১৬৪

Communist members view ১৭২

বঙ্গভঙ্গ ১৭৩
THE DAY DAWNS ১৭৫
স্বাধীন ভারত ১৭৮
সংকল্প ১৮০
পুনর্বাসন চেয়ে নির্যাতন ১৮৪
উদ্‌বাস্তু সমস্যার পুনর্বিচার ১৮৬
জল জঙ্গল ভেঙে ওরা আসে ১৮৯
পুনর্বাসনেও দেশভাগ ১৯৩
বাংলাদেশ কি হিন্দুশূন্য করা হবে? ১৯৭
সংখ্যালঘু নির্যাতন : আমি যেন তার নিরাপত্তা হই ২০৫
নির্বাচনে সম্প্রদায়িকতা : গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ ২০৯
বাহাত্তর সালের সংবিধানই হোক রাজনীতির ভিত্তি ২১৩
৫০ বছরে দেশে ৭৫ লাখ হিন্দু কমেছে ২১৭
'পাকিস্তান'—প্রণেতা চৌধুরী রহমত আলীর কথা ২২৩
সংক্ষিপ্ত পাঠপঞ্জি ২৩০

প্রবেশের উপক্রমে

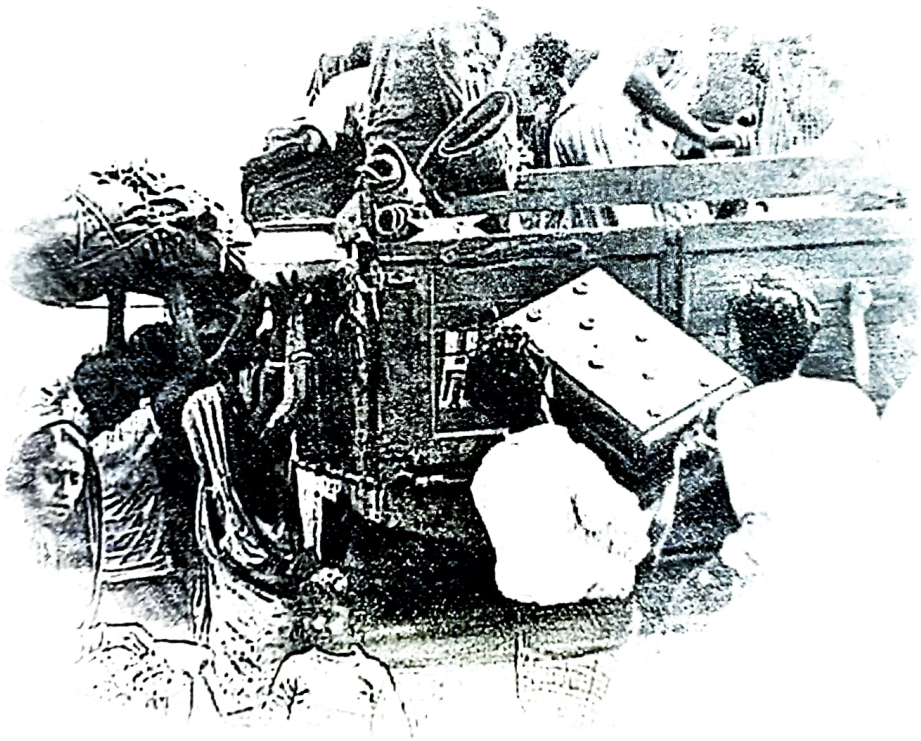

এক. 'ভাগাভাগির আলের খুঁটো শক্ত হচ্ছে দিনকে দিন'

'... দেশ স্বাধীন হল, কিন্তু মুক্তি আর জয়ের স্বাদ পাওয়ার আগেই লোকে চোখ খুলে দেখল স্বাধীনতার সঙ্গী হয়ে এসেছে এক মহা দুর্দৈব। আমরাও উপলব্ধি করতে পারলাম যে, আয়েস করে বসে মুক্তির ফল আস্বাদন করবার আগে দীর্ঘ দুর্গম পথ আমাদের পার হতে হবে।

যেমন কংগ্রেস, তেমনি মুসলিম লিগ দেশভাগ মেনে নিয়েছে। কংগ্রেস গোটা জাতির প্রতিনিধিত্ব করে এবং মুসলমানদের মধ্যে লিগের ব্যাপক সমর্থন রয়েছে; এ থেকে সাধারণ দৃষ্টিতে মনে করা যেতে পারত যে, গোটা দেশ মেনে নিয়েছে এই দেশভাগ। আসল অবস্থা কিন্তু একেবারেই অন্য। দেশভাগের ঠিক আগে-পরে আমরা দেখলাম যে, মেনে নেওয়া ব্যাপারটা শুধু কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির একটি প্রস্তাবে আর মুসলিম লিগের রেজিস্ট্রি খাতায়। ভারতের জনগণ দেশভাগ মেনে নেয়নি। সত্যি বলতে কী, কথাটা মনে হলেই তাদের মনপ্রাণ বিদ্রোহ করে ওঠে। আমি বলছি যে, মুসলিম লিগের পেছনে বহু ভারতীয় মুসলমানের সমর্থন আছে; কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায়ের একটা বড়ো অংশ সব সময় লিগের বিরুদ্ধে ছিল। দেশ ভাগ করার সিদ্ধান্তে স্বভাবতই তাদের বুক ভেঙে যায়। হিন্দু আর শিখদের কথা ধরলে, বিনা ব্যতিরেকে তারা ছিল দেশভাগের বিরুদ্ধে। কংগ্রেস এই পরিকল্পনায় সায় দিলেও, তাদের বিরুদ্ধতা এক চিলতে হ্রাস পায়নি। আর দেশভাগ যখন মূর্তিমান সত্য, এমনকি মুসলিম লিগের অনুগামীরাও এখন তার পরিণাম দেখে শিউরে উঠছে।'

বলেছেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। জাতীয় কংগ্রেসের দীর্ঘ সময়ের সভাপতি। স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী। কথাগুলো বলেছেন তিনি ১৯৫৭ সাল নাগাদ, দেশভাগের দশ বছর পর। আজাদ প্রয়াত হন ১৯৫৮ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি।

শিউরে উঠেছেন অনেকেই, দ্বিখণ্ডিত দেশের গরিষ্ঠ নাগরিক-সমাজ। শিউরে উঠেছে উপমহাদেশ, আজও ওঠে। আরও কতকাল উঠবে কে জানে। দ্বিজাতিতত্ত্ব তথা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার বিষক্রিয়া থেকে আমাদের মুক্তি ঘোর অনিশ্চয়ের অন্ধকারে।

মুসলিম লিগের নেতাদের একাংশের 'শিউরে' ওঠার বিবরণ দিয়েছেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ : জিন্না তাঁর চ্যালাদের এই বাণী দিয়ে করাচি রওনা হয়ে যান যে,

দেশ যখন ভাগ হয়ে গেছে, তখন তারা যেন ভারতের অনুগত নাগরিক হয়। তাঁর এই অন্তিম বাণী তাদের মধ্যে এক অদ্ভুত উনপাঁজুরে আর স্বপ্নভঙ্গের ভাব এনে দেয়। এই নেতাদের অনেকেই ১৪ আগস্টের পর এসে আমার সঙ্গে দেখা করে। তাদের তখন করুণ অবস্থা। তারা প্রত্যেকেই গভীর পরিতাপ আর ক্ষোভের সঙ্গে আমাকে বলল যে, জিন্না তাদের সঙ্গে তঞ্চকতা করেছেন এবং শেষকালে পথে বসিয়েছেন।

'তঞ্চকতা' কীভাবে? এই লোকগুলো দেশভাগ সম্বন্ধে মনে মনে যে প্রতিকৃতি দাঁড় করিয়েছিল তার সঙ্গে প্রকৃত অবস্থার কোনো মিল নেই। পাকিস্তানের নির্গলিতার্থ তারা অনুধাবন করতে পারেনি। মুসলিম লিগপন্থীদের বোঝানো হয়েছিল যে, একবার পাকিস্তান হলে, সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশেরই হোক আর সংখ্যালঘু প্রদেশেরই হোক, মুসলমানরা পৃথক জাতি বলে গণ্য হবে এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার পাবে। যখন মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলো ভারত থেকে বেরিয়ে গেল এবং এমনকী বাংলা আর পাঞ্জাব ভেঙে দু-টুকরো হল, আর মিঃ জিন্না করাচি পাড়ি দিলেন, উজবুকের দল তখন বুঝতে পারল যে ভারত বিভাগের ফলে তাদের লাভ তো কানাকড়িও হয়নি— বরং তারা সর্বস্ব হারিয়েছে।

সর্বস্ব হারিয়েছে বাংলার পূর্ব খণ্ডের ধর্মপরিচয়ে হিন্দু মানুষজন। ধন-প্রাণ মান-মর্যাদা তো গেছেই, সংখ্যায় এখন এসে দাঁড়িয়েছে একমুঠো। ১৯৪১ সালে পূববাংলার জনসংখ্যায় যারা ছিল ২৮ শতাংশ, এখন হয়েছে ৮.৫ শতাংশ (২০১১-র জনগণনা)। কোটি কোটি হিন্দু দেশ ছেড়েছে, ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। এমন গণ-নির্যাতন ও গণ-বিতাড়ন সভ্যতার ইতিহাসে নেই। দেশভাগের পরিণামেই এটা হয়েছে, যে দেশভাগে এই বাঙালি হিন্দুদের কোনো দায় ছিল না। নোয়াখালির গণহত্যার পর যে দলে দলে দেশত্যাগ শুরু, পঞ্চাশের দাঙ্গার পর থেকে তা বেড়ে স্রোতের আকার নেয়। মৌলানা আজাদ তা দেখেছেন, কিন্তু তেমন করে লেখেননি। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতারা বাংলা সম্পর্কে বরাবরই উদাসীন। নোয়াখালিতে গান্ধীর চার মাস অবস্থানের তথ্য এই উদাসীনতার নিষ্ঠুর সত্যকে এতটুকু আড়াল দিতে পারে না।

দেশভাগ দুই বাংলার বাঙালি হিন্দুদের সর্বনাশের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করল। মুক্তমনা মানুষদের ক্রমে হীনবল করল। জয় হল দ্বিজাতিতত্ত্বের, সাম্প্রদায়িক শক্তির। মানবতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সমদর্শী চেতনা পরাভূত।

দুই. 'প্রদেশ একদা ছিল, আজ পরদেশ'

দেশভাগের আইডিয়াটা সর্বপ্রথমে যাঁর মাথায় আসে, তিনি মুসলমান নন, ইংরেজও নন। তিনি আমাদের মহান নেতা লালা লাজপত রায়। দেশভাগের তেইশ বছর আগে, ১৯২৪ সালে তিনি তাঁর পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। বলেছেন অন্নদাশঙ্কর রায়। তিনি